# বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

## সমাজবিজ্ঞান [ ২য় পত্র ]

## পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট

### মডেল প্রশ্নঃ ০১

' চিঠিটা তার পকেটে ছিল, ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা। মাগো, ওরা বলে সবার কথা কেড়ে নেবে, তোমার কোলে শুয়ে গল্প শুনতে দেবে না। বলো মা, তা কি হয়?

গ) উদ্দীপকটি বাংলাদেশের কোন বিশেষ আন্দোলনকে নির্দেশ করে ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ) উদ্দীপকে নির্দেশিত আন্দোলন ' বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি' তুমি কি একমত? যুক্তি দেখাও।

**# জ্ঞান:**

★ ব্রিটিশ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ' সিপাহী বিদ্রোহ।

★ বঙ্গভঙ্গ হয় ১৯০৫ সালে।

★ বঙ্গভঙ্গ রদ বা বাতিল হয় ১৯১১ সালে।

**# অনুধাবন:**

★ জাতীয়তাবাদ : জাতীয়তাবাদ হলো একটি মানসিক চেতনা। যে চেতনা একটি মানব গোষ্ঠীকে এক করে দেয়, একতা দান করে। সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের মতে, ১, রক্ত ২, ভাষা ৩. ধর্ম বা বিশ্বাস ৪. একই পেশা ৫. একি অঞ্চলে বসবাস; এই উপাদান গুলো মানুষের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন তৈরি করে একতা সৃষ্টি করে। ফলে এই একত্রিত মানব গোষ্ঠী চিন্তা ভাবনা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক চর্চা একি ধরনের হয় । এ ধরনের মানসিক চেতনা বা একতাকে জাতীয়তাবাদ বলে।

**# প্রয়োগ:**

উদ্দীপকে নির্দেশিত আন্দোলনটি বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনকে নির্দেশ করে। ভাষা আন্দোলন: ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত পাকিস্তান বিভক্ত হলে বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে রাষ্ট্র গঠন করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা ছিল উর্দু আর বাংলাদেশের মানুষের ভাষা ছিল বাংলা। যদিও সমগ্র বাংলাদেশ ও অধিকাংশ পাকিস্তানী মানুষের ভাষা বাংলা ছিলনা তার পরেও পাকিস্তানী শাসক শ্রণি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয়। এতে করে সমগ্র বাংলাদেশে আন্দোলনের শুরু হয়। যা ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলনটি ১৯৪৮ সালে শুরু হয়ে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে। এতে ১৯৫২ সালে রফিক, সালাম, জব্বার,রককত, শফিউর শাহাদাত বরণ করে। আরো অনেকে রক্ত ঝরায়। পরিশেষে ১৯৫৬ সালে সংবিধান রচিত হলে বাংলা রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি লাভ করে। তাই বাঙালি জাতির জাতীয়তাব সৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলন ভূমিকা অপরিসীম।

**# উচ্চতর দক্ষতা:**

হা আমি মনে করি ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি । মতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো। ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি: সমগ্র বাংলাদেশের মূল সম্প্রদায় বাঙালি। বাঙালির মুখের ভাষা বাংলা। এরা এই ভাষায় নিজেদের হাসি- কান্না, সুখ- দুঃখ, আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করে। আবার এই বাঙালি জাতি বহুকাল ধরে বহু বহিরাগত শাসক গোষ্ঠী দ্বারা শাসিত হয়। বাঙালিরা বহুবার এসব শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করলেও চূড়ান্ত মুক্তির আলো দেখতে পায়নি। কিন্তু ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির মুখের ভাষা, প্রাণের ভাষা, মাতৃভাষা বাংলা কেড়ে নিতে চাইলে বাঙালি তিব্র আন্দোলন গড়ে তুলে। এই রক্তঝরা আন্দোলনে বাঙালি ভাষার দাবি আদায় করে। শুধু তাই নয়, এই আন্দোলনের পর যত আন্দোলন সংগ্রামে বাঙালিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা কাজ করে। কারণ ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয় । অতঃপর বাঙালি এক হয়ে সামরিক বিরোধী আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, ছয়দফা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধ করে। এসবের মূল প্রেরণা ছিল ভাষা আন্দোলন। তাই ভাষা আন্দোলনকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি বলা হয়।

# মডেল প্রশ্নঃ ০২

কাজল তার বন্ধুদের সাথে পাকিস্তান শাসনামলের একটি নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করার সময় জানায় যে, সে নির্বাচনে মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯টি। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। এতে একজন নেতা কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে। এই নির্বাচনের পর বাঙালির রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়।

গ) ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়া নেতা কে ছিলেন? নির্বাচনে তার ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

ঘ) উক্ত নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জনের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল, তুমি কি একমত? মতের সপক্ষে যুক্তি দাও।

**# জ্ঞান:**

★ লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন, শেরেবাংলা একে ফজলুল হক।

★ তমদ্দুন মজলিস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে গঠিত হয়।

★ তমদ্দুন মজলিস রাষ্ট্রভাষার দাবিতে গঠিত প্রথম সাংস্কৃতিক সংগঠন।

**# অনুধাবন:**

ছয়দফা দাবি বাঙালির মুক্তির সনদ: জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের লাহোরে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি এক সম্মেলনে বাঙালির মুক্তির ছয়দফা দাবি তুলে ধরেন। ইতিহাসে এটি 'ঐতিহাসিক ছয়দফা দাবি' নামে পরিচিত। এই ছয়দফা দাবিতে বাঙালির রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষাসহ বাঙালির মুক্তির মৌলিক অধিকার নিহীত ছিল। তাই ছয়দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

**# প্রয়োগ:**

উদ্দীপকের নির্দেশিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়া নেতা হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা: ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভক্ত হলে বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে রাষ্ট্র গঠন করে। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয়। এতে বাঙালি ক্ষেপে গিয়ে ভাষা আন্দোলন করে অধিকার আদায় করে। এরপর ১৯৫৪ সালে পূর্বপাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালিরা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান , হাজী দানেশ এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ৪টি দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। যুক্তফ্রন্ট পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ২১ দফা দাবি নিয়ে জনগণের সামনে আসে। এতে বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতাদের ডাকে সাড়া দেয়। ফলে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ২২৩ পেয়ে নিরঙ্কুশ জয়লাভ করে। পরে সরকার গঠিত হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে। অতঃপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের জুলুম নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রাখলে বঙ্গবন্ধু কৃষিমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে প্রতিবাদ জানায়। এ থেকে জানা যায়, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা ছিল অনেক।

**# উচ্চতর দক্ষতা:**

হা, আমি মনে করি যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জনের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। যুক্তি উপস্থাপন করা হলো। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফল: ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভক্ত হলে বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে রাষ্ট্র গঠন করে। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। বরং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিয়ে বাঙালির মুখের ভাষা বাংলা কেড়ে নেয়ার ঘোষণা দেয়। এতে বাঙালি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর জুলুম নির্যাতনের চেহারা দেখতে পায়। এরিমধ্যে ভাষা আন্দোলনে অনেকে শাহাদাত বরণ করে। বাঙালিরা বুঝতে পারে, বাঙালিদের নিজেদের অধিকার নিজেদের আদায় করে নিতে হবে। ফলে ১৯৫৪ সালে নির্বাচন হলে এদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচনে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। এই নির্বাচনে বিজয় বাঙালির মনে মুক্তির প্রেরণা বাড়িয়ে দেয়। বাঙালিরা বুঝতে পারে যে, রাজনৈতিক একতা , রাজনৈতিক সংগ্রাম বাঙালিকে পাকিস্তানের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে পারে। ফলে পরবর্তীতে বাঙালিরা যুক্তফ্রন্টের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই বলে হয়, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিজয় বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা অর্জনের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল।

# মডেল প্রশ্নঃ ০৩

রাজু একটি গার্মেন্টস কোম্পানীতে চাকুরি করে। সেখানে গিয়ে সে শ্রমিক আন্দোলন দেখতে পায়। শ্রমিক নেতার দেয়া কয়েক দফা দাবির সাথে শ্রমিকেরা আরো কয়েকদফা জুড়ে দিয়ে ১১ দফা দাবি করে। আন্দোলন চরম আকার ধারণ করলে মালিক শ্রেণি তাদের দাবি মেনে নেয়।

গ) উদ্দীপকের রাজুর কোম্পানির আন্দোলনের সাথে তোমার পঠিত কোন আন্দোলনের মিল খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা করো।

ঘ) বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত আন্দোলনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

**# জ্ঞান:**

★ ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা দেয়।

★ ১ম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন অধ্যাপক নুরুল হক ভূঁইয়া।

★ যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে প্রতীক ছিল নৌকা।

**# অনুধাবন:**

৭ মার্চের ভাষণ: ১৯৭০ সালে অল পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে বিজয়ী হয়। কিন্তু পাকবাহিনী আওয়ামী লীগকে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকবাহিনীর ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে আন্দোলনের ডাক দেয়। রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দেয় তা ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ হিসেবে পরিচিত। এতে তিনি ৪ দাবি তুলে ধরেন। স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালানোর নির্দেশ দেন। যার যা আছে তাই নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দেন।

**# প্রয়োগ:**

উদ্দীপকের রাজুর কোম্পানির আন্দোলনের সাথে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান: ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে ৬ দফা দাবি উত্থাপন করলে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। তারা মামলায় উল্লেখ করে, বঙ্গবন্ধু ভারতের আগরতলায় পাকিস্তান রাষ্ট্র ভাঙার ষড়যন্ত্র করছে। অতঃপর পাকবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে সামরিক আদালতে বিচারের নামে প্রহসন শুরু করলে বাঙালি ছাত্র- জনতা আরো ৫ দফা দাবি মিলিয়ে ১১ দফা আন্দোলন শুরু করে। বাঙালি ছাত্র- জনতার আন্দোলনে বাধ্য হয়ে পাক শাসকগোষ্ঠী মামলা প্রত্যাহার করতে ও বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

**# উচ্চতর দক্ষতা:**

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ভূমিকা অপরিসীম। স্বাধীনতা অর্জনে গণঅভ্যুত্থানের ভূমিকা: বাঙালির মুক্তির পরিকল্পনা বানচাল করতে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। অতঃপর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে সামরিক আদালতে প্রহসনের বিচার শুরু করে। এতে বাঙালি ছাত্র- জনতা তিব্র আন্দোলন গড়ে তুলে। ফলে তারা মামলা প্রত্যাহার করতে ও বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এরপর বাঙালির মুক্তির আন্দোলন আরো জোরদার হয়। ১৯৭০ সালে নির্বাচন হলে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের গণজোয়ার বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগকে একক সমর্থন জোগায়। এবং ৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। অতঃপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের আন্দোলন আবার শুরু হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয়। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ভূমিকা অপরিসীম।

# মডেল প্রশ্নঃ ০৪

"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" একটি ঐতিহাসিক ভাষণ।

গ) উদ্দীপকের ঐতিহাসিক বক্তব্যটি কার ? বক্তব্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

ঘ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে উদ্দীপকের বক্তার ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

**# জ্ঞান:**

★ মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়।

★ ৭ মার্চের ভাষণে ৪টি দাবি ছিল।

★ মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন, জেনারেল এজিএম ওসমানী।

**# অনুধাবন:**

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন: ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এটিই যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন নাম পরিচিত। ভাষা আন্দোলন পরবর্তী এই নির্বাচনে দুটি পক্ষ ছিল। একটি ছিল পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পক্ষ অন্যটি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান ৪টি দলের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্টের ৪টি দল হলো, আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক জনতা পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতান্ত্রী দল। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা দাবি নিয়ে নির্বাচন করে যা ছিল বাঙালির প্রাণের দাবি। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ৩০৯ টি আসনের মধ্যে ২২৩ টি আসনে বিজয়ী হয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। # প্রয়োগ- গ) উদ্দীপকের ঐতিহাসিক ভাষণটি হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব: ( উপরে ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে)

**# উচ্চতর দক্ষতা-**

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে উদ্দীপকের নির্দেশিত মহান ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা অতুলনীয়। স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা: ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান দেশ ভাগের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে যে সব আন্দোলন সংগ্রাম হয় তার প্রতিটি আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর নাম জড়িয়ে আছে। যেমন- ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু জেল বন্দি হন। তিনি জেল থেকে ভাষা আন্দোলন পরিচালনার পরামর্শ দেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু যুক্তফ্রন্ট গঠনে ভূমিকা রাখেন। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হয়ে বিজয়ী হন। তিনি সামরিক বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। বাঙালির মুক্তির দাবি ছয়দফা ও তিনি উত্থাপন করেন। অতঃপর তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হয়ে নির্যাতনের শিকার হন। তাঁর নেতৃত্বে ৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিজয় লাভ করে। পরে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে তিনি ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ দেন । অতঃপর আবার গ্রেফতার হয়ে দীর্ঘ প্রায় এক বছর পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি জীবন বরণ করেন। কিন্তু তিনি স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন ধরনের আপোষ করেননি। উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা অতুলনীয় ও অপরিসীম।

# পরামর্শঃ

**শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি টপিকের বোর্ডের নৈর্ব্যক্তিক ও সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর বাসায় বসে মডেল টেস্ট দিয়ে অনুশীলন করবে। তা না হলে তোমাদের কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন ব্যাহত হবে।**